যুগান্তর

তারিখ 02 JAN 2018
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে সোমবার সতিশ্যা পৌর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই উৎসব শেষে নতুন বই নিয়ে বাড়ি ফিরছে শিক্ষার্থীরা • যুগান্তর

স্কুলে স্কুলে পাঠ্যপুস্তক উৎসব

নতুন বইয়ের আনন্দে উদ্বেলিত শিক্ষার্থীরা

যুগান্তর রিপোর্ট

'নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকে/ফুলের মতো ফুটবো,/বর্ণমালার গরব নিয়ে/আকাশ জুড়ে উঠবো' — নতুন বই হাতে নিয়ে শিশু-কিশোরদের উল্লাস আর উচ্ছ্বাসের দৃশ্য দেখেই মনে হয় এ পঙক্তি রচনা করেছিলেন কবি কামাল চৌধুরী। বছর ঘুরে সেদিনটি সোমবার আবার ফিরে আসে। সারা দেশে লক্ষাধিক স্কুল-মাদ্রাসার লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীর হাতে এদিন তুলে দেয়া হয় নতুন পাঠ্যবই। বছরের প্রথম দিন নতুন বই হাতে পেয়ে আনন্দে মেতে ওঠে শিক্ষার্থীরা। টানা নবমবারের মতো এবারও শিশু থেকে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের হাতে কাঁচা গন্ধের নতুন বই তুলে দেয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। পহেলা জানুয়ারি মানেই যেন হাতে নতুন বইয়ের স্পর্শ আর নাকে অন্যরকম গন্ধ! শীতের পরশমাখা নতুন দিনের স্নিগ্ধ সকালে হাতে পাওয়া নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকে এসব শিশু-কিশোর যেন আকাশে পাখনা মেলে! নতুন বই নিয়ে তাদের উচ্ছ্বাসমুক্ত বিহঙ্গের নীলাকাশে ডানা মেলে ওড়ার মতো ছিল!

সরকারের দুটি মন্ত্রণালয় এবারও 'পাঠ্যপুস্তক উৎসব' দিবস পালন করেছে। এ উপলক্ষে রাজধানীতে আলাদা দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সোমবার। এর মধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুষ্ঠানটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানটি ছিল রাজধানীর আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল ও কলেজ মাঠে। উভয় অনুষ্ঠানই যথাসম্ভব শিশুবান্ধব করে তোলার চেষ্টা করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠানের শুরুতেই শান্তির প্রতীক সাদা পায়রা ও রঙিন বেলুন উড়িয়ে দেয়া হয় নীলাকাশে। ছিল দেশাত্মবোধক গান ও

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

নতুন বইয়ের আনন্দে উদ্বেলিত শিক্ষার্থীরা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৪ কোটি ৩৭ লাখ ছাত্রছাত্রীর হাতে সাড়ে ৩৫ কোটি বই

নৃত্য। দুই মন্ত্রণালয়ের দুই মন্ত্রীসহ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, শিক্ষকরা এতে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বাড়তি আকর্ষণ ছিলেন জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদির উপস্থাপক হানিফ সংকেত। অনুষ্ঠানগুলোতে প্রতীকী হিসেবে কয়েকজন শিশুর হাতে অতিথিরা বই তুলে দিয়ে পাঠ্যপুস্তক দিবসের উদ্বোধন করেন। এছাড়া আগত শিশুদের হাতে দু-একটি করে বই দেয়া হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, আজকের দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সরকার সবাইকে নতুন বই দিচ্ছে। সবার জন্য উপবৃত্তির দ্বার খুলে দেয়া হয়েছে। তাদের বিস্কুট দেয়া হচ্ছে। এখন সব শিশুই স্কুলে যাচ্ছে। তবে আমি মনে করি, শুধু এসবের কারণে বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠান না। কামার-কুমার-জেলে-নাপিত যে যেখানে আছে সবাই মনে করে তাদের সন্তান দক্ষতার সঙ্গে সুশিক্ষা নিয়ে দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে। এই মানসিকতা নিয়েই সবাই সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে চায়। আমরা তাদের ওই স্বপ্নের সঙ্গে আছি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোতাহার হোসেন। উম্মে রাজিয়া কাজল, হানিফ সংকেত, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় মাঠে নতুন বই হাতে আনন্দে উদ্বেলিত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে হানিফ সংকেত বলেন, 'চোখের সামনে মাঠভর্তি ফুল দেখে খুব ভালো লাগছে। যেন ফুলের সৌরভে ভরেছে মাঠ। তিনি বলেন, আজকে সবাই বিনামূল্যে বই পাচ্ছে। গরিব অসহায় যারা টাকার জন্য বই কিনতে না পেরে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতো আজ তারাও পড়ার সুযোগ পাবে। তবে আমাদের সময়ে এমন ছিল না। পুরনো বইয়ের জন্য আমরা বড় ভাইদের বলে রাখতাম। পুরনো বইয়ের মধ্যে যেটাতে দাগানো কম ছিল, সেটা পড়তাম। তোমরা খুবই ভাগ্যবান।'

অপরদিকে আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুষ্ঠানটির মঞ্চ ছিল লাল-সবুজে রঙিন। ছাত্রছাত্রী ও অতিথিদের ক্যাপেও ছিল জাতীয় পতাকার রঙ। হাতে পাওয়া বই তুলে ধরে উৎসবের রঙে মিশে যায় শিশুরা। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এ পাঠ্যপুস্তক উৎসবের উদ্বোধন করেন। এর আগে গাওয়া হয় জাতীয় সঙ্গীত।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এবার আমরা চার কোটি ৩৭ লাখ ছয় হাজার ৮৯৫ জন শিক্ষার্থীকে নতুন বই দিচ্ছি। এর ফলে দেশের কোনো না কোনো বাড়িতে নতুন বইয়ের ছোঁয়া লাগবেই। এই বই হচ্ছে নতুন বছরের উপহার। তিনি নবম-দশম শ্রেণীর ১২টি বইয়ে সংস্কার ও সংশোধনী আনার বিষয়টিও এ সময় উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব মো. আলমগীর, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান, জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহাও বক্তৃতা করেন। সচিব মো. সোহরাব হোসাইন অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নকল না করা ও ফাঁস হওয়া প্রশ্ন গ্রহণ না করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি নেন। পাশাপাশি অভিভাবকদেরও এ ব্যাপারে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। মোট বইয়ের মধ্যে মাধ্যমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন) স্তরের এক কোটি ২৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯৩ জন শিক্ষার্থীর জন্য এবার ১৭ কোটি ৮৯ লাখ ২৩ হাজার ৭৩৩টি বই ছাপানো হয়েছে। ইবতেদায়ি ও দাখিলের ৫৪ লাখ ৩ হাজার ৪৬৯ শিক্ষার্থীর জন্য পাঁচ কোটি ৭৮ লাখ ৫৮ হাজার ৮২৯টি বই ছাপানো হয়েছে। প্রাথমিক স্তরের দুই কোটি ৪৯ লাখ ৮৩ হাজার ৯৯৩ শিক্ষার্থীকে ১০ কোটি ৩৬ লাখ ২৫ হাজার ৪৮০টি নতুন বই বিতরণ করার কথা। আর প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর ৩৪ লাখ ১১ হাজার ৮২৪টি 'আমার বই' ও অনুশীলন খাতা বিতরণ করা হবে।

এর আগে শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের হাতে ২০১৮ সালের নতুন পাঠ্যবই তুলে দিয়ে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সব পাঠ্যবই এনসিটিবির ওয়েবসাইটে (www.nctb.gov.bd ও www.ebook.gov.bd) ই-বুক ফর্মে দেয়া হবে। সেখান থেকে যে কেউ তা ডাউনলোড করতে পারবেন।

শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সন্তু লারমার বৈঠক : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে কথা বলেছেন জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা। সোমবার দুপুর ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে বৈঠক করেন তিনি। এ সময় সংগঠনের সহ-সভাপতি ও রাঙ্গামাটির স্বতন্ত্র এমপি ঊষাতন তালুকদার, পার্বত্য নাগরিক পরিষদের সভাপতি গৌতম দেওয়ান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। গণভবন সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘ দেড় ঘণ্টা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলের শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে কথা বলেন সন্তু লারমা। দ্রুততম সময়ের মধ্যে চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জানান পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের নেতৃত্বে থাকা নেতারা। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও পাহাড়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে যা যা করা দরকার তাই করা হবে বলে জানান তাদের। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন, পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি আইন প্রণয়ন করা হয়। তবে চুক্তির ২০ বছর পরও তা পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়নি। চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে সরকার ও জনসংহতি সমিতির নেতাদের মধ্যে মনোক্ষুণ্ণতা রয়েছে।